সুনামগঞ্জের হাওরবাসী এখনও গেল না আঁধার

পাহাড়ি ঢল, অকাল বন্যায় ফসলহানি। তবুও জীবন থেমে থাকে না হাওরবাসীর। প্রকৃতির বিরূপ আচরণের পাশাপাশি সভ্য মানুষের লোভ-লালসায় দুঃখের দিন শেষ হয় না। এর মাঝেই বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা। হাওরবাসীর জীবন নিয়ে রিপোর্ট করেছেন খোন্দকার তাজউদ্দিন ও মাহমুদ রাজু

বাবা তোমরা বিদেশী। ফটক উঠাচ্ছ। মোর দুঃখের ছবি তুলি নিয়ে যাও। সরকারকে কইও হামরা হাওরের ফসলগুলি যেন উঠাইতে পারি। হাওরে গতবার রাম কুমার আগে আগে বাঁধ দিছিল। পানি ঢুকে নাই। ফসল পাইছি। এবার টেকা দেয় নাই। বাঁধের কাজ হচ্ছে না। সরকারকে কইও মোগরে বাঁচাবার লাই বাঁধের কাজ যেন তাড়াতাড়ি কইরা দেয়।'

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্বরপুর উপজেলার ষোলকবাদ ইউনিয়নের ভাদেরটেক বাঁধের পাদদেশে দাঁড়িয়ে ভাদেরটেক গ্রামের মর্জিনা বেগম এভাবেই আকুতি জানালেন বাঁধ দিয়ে ফসল রক্ষার।

সুনামগঞ্জের অসহায় মানুষেরা হাওরের ফসল রক্ষার জন্য নামাজ-রোজা, ভক্তি-পূজা, মাজার জেয়ারত, দোয়াখায়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে আগাম বন্যার পানি ঠেকানোর জন্য। অসহায় গ্রামবাসীর প্রকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করার কোনো সামর্থ্য নেই। তাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন হাওরের বাঁধ, তাও নিজেদের দেবার সামর্থ্য নেই। প্রতিবছর সরকার সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে এলেও রাজনৈতিক দলীয়করণ, টেন্ডারবাজি, দুর্নীতি, ঠিকাদারদের অসাধুতার ফলে কোনোবারই পরিপূর্ণ কাজ হয় না বাঁধের। ফলে প্রতিবছর অকাল বন্যায় কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। যখন ফসল পাকার সময়, কৃষক ধান কাটতে শুরু করে তখনই প্রবল বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ডুবে যায় হাওর। সারা বছর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ধানের এভাবে ডুবে যাওয়া হাওরবাসীর স্বপ্ন চুরমার করে দেয়। পাগনার হাওর, খরচার হাওর, শনির হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, আঙ্গালুরি হাওর, কালনার হাওর বলতে গেলে প্রায় সবগুলো হাওরের একই রকম অবস্থা। এসব হাওরের ফসল বাঁচানোর জন্য সরকার পূর্বের পদ্ধতি বাদ দিয়ে গত বছর থেকে নতুন পদ্ধতি চালু করেছে। ঠিকাদারি প্রথা বাদ দিয়ে পিআইসি'র পদ্ধতি চালু করেছে। এ পদ্ধতি চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইতিবাচক ফলও লাভ করেছে হাওরবাসী। গত বছর সরকার হাওরের বাঁধ নির্মাণে সাড়ে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে সাত কোটি টাকার ফসল উত্তোলন করেছে। বিভিন্ন হাওরে স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) কাজ করেছিল আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। এদের কাজের ফলে ফসল পাওয়ায় হাওরবাসী এবারও ফসল বাঁচানোর স্বপ্ন দেখছে।

সুনামগঞ্জের উত্তরে মেঘালয় পর্বতমালা, দক্ষিণে ত্রিপুরা পাহাড় এবং পূর্ব দিকে মণিপুরের উচ্চভূমি। পাশের দেশ ভারতের পাহাড়ি ঢলের পানি এসে জমা হয় নদী ও হাওরে। প্রতিবছর মার্চের শেষ এবং এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টির পানি নদীর দু'কূল ছাপিয়ে হাওরে প্রবেশ করে। এই পানি যাতে হাওরে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য বাঁধ দেয়া হয়। বাঁধ সঠিক সময় মজবুতভাবে দেয়া হলে নদীর পানি বাঁধ দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। আর অসমাপ্ত বাঁধ অধিকাংশ সময় ভেঙে যায়। হাওরে পানি প্রবেশ করে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সুনামগঞ্জের ৬৫.৪৯% জমি একফসলি। বোরো মৌসুমে একবার মাত্র ধান চাষ হয়। এই ধান যদি তলিয়ে যায় তাহলে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার কবলে পড়তে হয়। বিষয়টি সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহল এবং সকলের জানা থাকলেও, স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়নি ফসল বাঁচানোর।

পূর্বে যখন টেন্ডারের মাধ্যমে কাজ করা হতো তখন বন্যার পদধ্বনি শুনলেই ঠিকাদাররা পালিয়ে যেত। ভাঙা বাঁধের কোনো খোঁজ খবর রাখত না ঠিকাদাররা। গত বছর পিআইসি কাজ করায় বদলে গেছে চিত্র। সাধারণ মানুষ ভালোভাবে নিয়েছে পিআইসিকে। বিভিন্ন হাওর ঘুরে ও গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলে বেশ সন্তোষজনক অবস্থা দেখা গেছে।

২০০৫ সালে পিআইসি গঠন করে কাজের ক্ষেত্রে সফলতা পেলেও এবার চিত্র কিছুটা বদলে গেছে। গত বছর বরাদ্দ ছিল সাড়ে ছয় কোটি টাকা। এবার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে মাত্র ৪ কোটি ৬৬ লাখ টাকা।

সরজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ

অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে

বাঁধের কাজ শেষ হয়নি। বাঁধে জন্য বরাদ্দ অর্থের ২০% পিআইসি চেয়ারম্যানদের দেয়া হয়েছে। যার ফলে বাঁধের কাজ এগুচ্ছে শম্বুকগতিতে। তবে বরাদ্দ টাকার বাইরে কম-বেশি সকল পিআইসি চেয়ারম্যান ব্যক্তিগতভাবেও কাজ করছেন।

এ প্রসঙ্গে সোনাপুর বাঁধের পিআইসি চেয়ারম্যান ফুল মিয়া সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি স্থানীয় প্রতিনিধি। সোনাপুর বাঁধে বরাদ্দ দেয়া আছে ৪ লাখ ৮৯ হাজার ১৬৮ টাকা। আমি প্রথম কিস্তি পেয়েছি ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা। আমি বাঁধের তিন-চতুর্থাংশ কাজ শেষ করেছি। বাঁধের কাজে ঁ"টি থাকলে ফসল হবে না। জনগণ আমাকে ভোট দেবে না। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকার জন্যই আমি নিজের টাকায় বাঁধের কাজ করেছি। তবে এই বিলের টাকা পাউবো দিয়ে দেবে।'

ব্যক্তি উদ্যোগে অনেকে কাজ করলেও কিছু অনিয়ম ও দুর্বলতা চোখে পড়েছে সর্বত্র। মাটি ফেলার আগে দুর্বাঘাস ছাঁটার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। এতে করে বাঁধ নরম হয়ে ধসে যেতে পারে। কোনো বাঁধেই মাটি ঠিকমত দুরমুজ করা হয় নাই। বাঁধে মাটি ব্যবহারের জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশ। ৩০% কাদা, ৪০% পলি এবং ৩০% বেলে মাটি ব্যবহারের নির্দেশ থাকলেও কেউ এটা মানেনি। এমনকি কোনো কোনো বাঁধে শুধু বালু ফেলা হয়েছে। যেমন ভাদেরটেক বাঁধ। সরজমিনে গিয়ে ভাদেরটেক বাঁধের ঠিকাদার পাওয়া না গেলে সুপারভাইজার বসিরউদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ঠিকাদারপ্রথা বিলুপ্ত করে পিআইসি দিয়ে কাজ করানো উচিত। এতে জবাবদিহিতা বাড়ে। আর আমরা মাটি না পেয়ে শুধু বালু দিয়ে বাঁধ দিচ্ছি।'

বাঁধের পাশের জমি ব্যবহারের কথা স্বীকার করেছে সকল পিআইসি চেয়ারম্যান। অধিকাংশ পিআইসি চেয়ারম্যানের অভিযোগ, বিলের টাকা উত্তোলন করতে গেলে গোপনভাবে ১০% দিতে হয়। এই ১০% না দিলে বিল নিয়ে হয়রানি করা হয়। তবে সরকারি দলের ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে ফুল মিয়া চেয়ারম্যান বলেন, 'আমি হুইপের কাছের লোক। আমার কাছ থেকে কেউ টাকা নেবে না।'

ঠিকাদারের নির্মিত বালির বাঁধ

পিআইসি গঠন প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা সর্বত্র। শরীয়তপুর, সোনাপুর, লক্ষ্মীপুর, ফতেপুর, বেহেলী, ভাদেরটেক, কমলপুর প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেছে পিআইসি'র বিরুদ্ধে। স্কুলশিক্ষিকা দিপালী রানী জানালেন, 'পিআইসি পদ্ধতি ভালো, তবে গঠন হয় রাজনৈতিকভাবে।' একই অভিযোগ অনেকেরই, সুনামগঞ্জে বিভিন্ন হাওরে যে সব পিআইসি গঠন করা হয়েছে সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে হুইপ ফজলুল হক আছপিয়া। পিআইসি গঠন করার সময় বিরোধীদলীয় মেম্বার-চেয়ারম্যানদের বাদ দেয়া হয়েছে। হুইপের প্রতিপক্ষ জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক নজির হোসেনের গ্রুপের মেম্বার-চেয়ারম্যানদের বাদ দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাদ দেয়া হয়েছে সুনামগঞ্জ পৌর চেয়ারম্যান মমিনুল মউজদীনকে। এ প্রসঙ্গে মমিনুল মউজদীন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পিআইসি পদ্ধতি নিঃসন্দেহে ভালো। তবে হুইপ আছপিয়ার অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে এ পদ্ধতি নানাভাবে সমালোচিত হচ্ছে। এখানে বিরোধীদলের কোনো চেয়ারম্যান কাজ পায়নি। দলীয় লোক দিয়ে পিআইসি গঠন করায় আশাতীত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না।'

হাওর অঞ্চলে শুধু ফসলই নয়, মাছও বিরাট সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত। হাওরবাসীর মূল দাবি হাওরে ফসল উৎপাদন এবং বর্ষা মৌসুমে মাছ ধরার সুযোগ সৃষ্টি করা। হাওরের পানি এই মাছ বাঁচিয়ে রাখার মাধ্যম। ফসলের পাশাপাশি এই মাছ জাতীয় অর্থনীতিতে বিশাল ভূমিকা রাখে। তাই হাওরে পানি ধরে রাখার প্রয়োজনও পড়ে। ফসল ও মাছ- এ দুটো বাঁচানোর জন্যই পরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। হাওরে মাছ চাষের ব্যাপারে পিআইসি'র ভূমিকাকে স্বাগত জানিয়েছে এলাকাবাসী।

পিআইসি গঠনে দলীয়করণ, আত্মীয়করণ করা হয়েছে এ অভিযোগ কমবেশি সবারই। এ প্রসঙ্গে জেলার বিশিষ্ট ঠিকাদার ও জাতীয় শ্রমিক লীগ সভাপতি মোঃ সিরাজুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পিআইসি সরকারি দলের মুখপাত্র। তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরো গতিশীল করার জন্য 'কাজের বিনিময়ে টাকা' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে বিরোধী দলের লোকজনের কোনো স্থান নেই।'

হাওর এলাকা চারদিক থেকে সাপের মত

'পিআইসি অনেক বেটার কাজ করেছে'

হাফিজউদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম *এমপি*
মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : সুনামগঞ্জের হাওরের বাঁধ নির্মাণের সার্বিক অবস্থা এখন কেমন?

হাফিজউদ্দিন আহমেদ : সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে পিআইসি বাঁধ নির্মাণের কাজ করার পর থেকে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দায়বদ্ধতা বেড়ে গেছে। ফলে বাঁধ নির্মাণের কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। সার্বিকভাবে বাঁধ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পিআইসি কাঁধে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে।

২০০০ : পিআইসি'র কাজকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

হাফিজ উদ্দিন : আমি পিআইসি'র কাজকে সম্পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখি। পিআইসি কাজের দ্বারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে। গত বছর হাওর রক্ষায় বাঁধ নির্মাণে পিআইসি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে।

আগাম বন্যা হবার পরও ফসল রক্ষা করতে পেরেছে। তাদের নির্মিত বাঁধ বন্যার পানি ঠেকাতে সক্ষম হয়েছে। যে কারণে কোটি কোটি টাকার ফসল রক্ষা পায়।

২০০০ : পিআইসি'র ইতিবাচক ভূমিকার পরও এবার প্রায় ২ কোটি টাকা বাজেট কমিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাফিজ উদ্দিন : গত বছর যেসব জায়গায় বাঁধ দেয়া হয়েছিল তার সব জায়গায় এবার বাঁধ দেওয়া লাগবে না। তবে প্রায় সবগুলো বাঁধে রিপিয়ারিং করতে হবে। এ জন্য এবার বাজেট কমানো হয়েছে। তবে যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা দিয়ে বাঁধের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা যাবে।

২০০০ : গত বছর ৩১ মার্চ সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউজে ঘোষণা দিয়েছিলেন এবার বরাদ্দ টাকা আগেই পিআইসি চেয়ারম্যানদের দেয়া হবে। বাস্তবে তা হয় নাই।

হাফিজ উদ্দিন : গত বছরের তুলনায় এবার টাকা আগে দেয়া হয়েছে। তবে সব টাকা একবারে দেয়া হয় নাই। আমরা চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব সব টাকা পিআইসি চেয়ারম্যানরা পেয়ে যাবে।

২০০০ : ঠিকাদারিপ্রথা ও পিআইসি'র মধ্যে কোনটা বেটার মনে করেন?

হাফিজ উদ্দিন : পিআইসি অনেক বেটার কাজ করেছে।

পেঁচিয়ে রেখেছে অসংখ্য ছড়া, পটাং, খাল, বিল, নদী। এই নদীগুলোই হাওরের প্রাণ। সুরমা ও কুশিয়ারা সারা সুনামগঞ্জকে সাপের মতো পেঁচিয়ে রেখেছে। শুধু হাওরের ফসল বাঁচলে দেশের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের তিন ভাগের এক ভাগ পূরণ হয়। শুধু অপরিকল্পিত বাঁধ এবং বাপাউবোর অব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিবছর কোটি টাকার ফসল নষ্ট হচ্ছে। এক্ষেত্রে নদী খনন করা হলে একসঙ্গে দুই কাজ করা সম্ভব। এক. নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা ও বন্যামুক্ত করা সম্ভব। দুই. ড্রেজারের মাটি ও বালু দিয়ে নিচু জায়গা উঁচু করে ফসল ওঠানোর জমি তৈরি করা সম্ভব। এতে করে ফসল ডুবে গেলে কৃষক যাতে হাওরের ফসল একটি জায়গায় ওঠাতে পারে তার সুযোগ সৃষ্টি হবে। নদী খনন করে পাহাড়ি ঢলের পানির প্রবাহের ব্যবস্থা করা হলে বদলে যেতে পারে সুনামগঞ্জের জীবনচিত্র। সরকারি কর্মদক্ষতা, পৃষ্ঠপোষকতার সঙ্গে বাপাউবো'র সততা ও সচেতনতা দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্ত করতে পারে হাওর অঞ্চলের মানুষকে। অথচ কিছু মানুষের অতি লোভ, অসচেতনতা পিছু ঠেলে দিচ্ছে এই এলাকার জনগণকে।

এই এলাকার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করছে অনেক এনজিও। তাদের নির্মিত বাঁধ সকল মহলে প্রশংসিত। অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, সিএনআরএস, ব্র্যাক ইতিমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। অ্যাকশন এইডের উদ্যোগে সিএনআরএসএর সহযোগিতায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। তৈরি হয়েছে 'হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ'। নিয়মিত বাঁধ পরিদর্শনের পাশাপাশি এলাকায় মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করছে। বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিয়ে পৌর চেয়ারম্যান মমিনুল মউজদীন চালিয়ে যাচ্ছেন 'সুনামগঞ্জ বাঁচাও আন্দোলন'। এছাড়া প্রত্যেক হাওর রক্ষায় গঠিত হয়েছে 'হাওর উন্নয়ন কমিটি'। এই কমিটিও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শনির হাওর উন্নয়ন কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও তাহেরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি নুরুল আমিন সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পিআইসির কাজে আমি সন্তুষ্ট। সিএনআরএস, অ্যাকশন এইড, ব্র্যাক এনজিও হাওর এলাকায় মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করছে। আমরা হাওর উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে হাওর রক্ষায় তাদের পাশাপাশি কাজ করছি।'

পিআইসি সম্পর্কে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজি শরীফ রফিকুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'পিআইসি গত বছর তুলনামূলক অনেক ভালো কাজ করেছে। পিআইসির কর্মতৎপরতার ফলে গত বছর হাওর অঞ্চলের ফসল রক্ষা পেয়েছে। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পিআইসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রথম বছর কিছু দোষত্রুটি ছিল। আমরা চেষ্টা করছি সেই দোষত্রুটি থেকে বেরিয়ে এসে কীভাবে পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করা যায়। পূর্বে ঠিকদারদের দিয়ে কাজ করানোর সময় যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হত সে তুলনায় পিআইসি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। গত বছর সাড়ে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। অধিকাংশ বাঁধের তেমন কোনো ক্ষতি হয় নাই। যে কারণে এবার বরাদ্দ কমানো হয়েছে। হাওর অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের টাকা অচিরেই পাঠিয়ে দেয়া হবে।'

পিআইসি দলীয় প্রভাবমুক্ত, বরাদ্দ টাকা অগ্রিম প্রদান, সময়মত বরাদ্দের টাকা বন্টনের মধ্য দিয়ে হাওরের ফসল বাঁচানো সম্ভব। ফসল বাঁচলে হাওরের মানুষ বাঁচবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য পিআইসি আরো বলিষ্ঠ হোক এটাই সুনামগঞ্জবাসীর প্রত্যাশা।

'বাঁধ নির্মাণে এনজিওরা সবচেয়ে বেশি ভালো করেছে'

জাফর সিদ্দিক
জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রতি বছর সুনামগঞ্জ হাওরগুলোতে বাঁধ দেয়া হচ্ছে। এতে প্রচুর টাকা ব্যয় করা হয়। স্থায়ীভাবে বাঁধ নির্মাণ কতটুকু সফলতা নিয়ে আসতে পারে?

জাফর সিদ্দিক : সুনামগঞ্জের হাওরগুলোর স্বার্থেই এখানে স্থায়ীভাবে বাঁধ নির্মাণ সম্ভব নয়।

২০০০ : পিআইসি'র বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। এটা তৈরি করার সময় হুইপ আছপিয়ার লোকজনকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দলীয়করণ করা হয়েছে।

জাফর সিদ্দিক : আমার জানা মতে হুইপ সাহেবের লোকদের প্রাধান্য দেয়া হয় নাই। জনগণের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। দলীয়করণ বা আত্মীয়করণ করা হয় নাই।

২০০০ : পিআইসি শক্তিশালী করার জন্য নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন কি?

জাফর সিদ্দিক : হাওরবাসীর ফসল রক্ষায় আমার পক্ষ থেকে সকল ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

২০০০ : পাউবো'র বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ উঠেছে। পিআইসি চেয়ারম্যানরা ১০% ঘুষ দিয়ে বিল নিয়েছে।

জাফর সিদ্দিক : আমাদের কাছে লিখিত কোনো অভিযোগ আসে নাই। ঘুষ গ্রহণের কোনো প্রমাণ দিতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২০০০ : বাঁধ নির্মাণে এনজিও, পিআইসি, ঠিকাদাররা কাজ করেছে। কাদের কাজ ভালো হয়েছে?

জাফর সিদ্দিক : এনজিওদের কাজ তুলনামূলক ভালো হয়েছে। পিআইসি ভালো করেছে, তবে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। ঠিকাদারদের কাজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ।"টি দেখা গেছে।

'২ কোটি টাকার বাজেট কমিয়ে দেয়া হয়েছে'

মাহবুবুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী, পাউবো, সুনামগঞ্জ

সাপ্তাহিক ২০০০ : সুনামগঞ্জ হাওর অঞ্চলে এবারের বাঁধ নির্মাণে সার্বিক কাজের অবস্থা এখন কেমন?

মাহবুবুর রহমান : সুনামগঞ্জের হাওরগুলোতে উন্নয়নের কাজ চলছে ষাটের দশক থেকে। আগে বাঁধের প্রটেকশন এপ্রিল পর্যন্ত দিলে হত। এখন মে পর্যন্ত দিতে হয়। গতবার পিআইসি দিয়ে কাজ করানোয় কাজ ভালো হয়েছিল। এবারও কাজ চলছে। ইতিমধ্যে প্রায় সকল বাঁধের দুই-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০০০ : কিন্তু বাঁধ নির্মাণে তিন ভাগের এক ভাগ টাকাও দেয়া হয় নাই।

মাহবুবুর রহমান : এবার আমাদের বাজেট প্রায় ২ কোটি টাকা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। মোট চাহিদার ২৫% অর্থাৎ ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা আমরা পেয়েছি। এই টাকা পিআইসি চেয়ারম্যানদের দিয়ে দিয়েছি। আমরা বার বার রিমেন্ডার দিচ্ছি কিন্তু ফল পাচ্ছি না।

২০০০ : ২ কোটি টাকা কমিয়ে দেবার পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

মাহবুবুর রহমান : এটা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপার। সরকার সিদ্ধান্ত নেয় কত টাকা বরাদ্দ দেবে।

২০০০ : যারা ১০% ঘুষ দিচ্ছে তাদের টাকা আগে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।

মাহবুবুর রহমান : কোনো ঘুষ গ্রহণ করা হয় নাই। যারা আগে আগে কাজ করেছে তাদের ক্ষেত্রে কিছু টাকা বেশি দেয়া হয়েছে।